দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 13 MAY 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম

২০০৮ সাল থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল-কামিল পরীক্ষা

স্টাফ রিপোর্টার : উপদেষ্টা পরিষদের নির্দেশে থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ-২০০৭ নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়াও পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ-২০০৭ প্রস্তাব অনুমোদন করা হয় এবং সংযুক্ত আরব আমীরাতের সংগে জনশক্তি রফতানী সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গতকাল (শনিবার) প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে তার কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ৮ জন উপদেষ্টা অংশ নেন এবং সেনা ও বিমানবাহিনীর প্রধানরা, প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব ও কেবিনেট সচিব উপস্থিত ছিলেন। পৃঃ৫-ক:৩

ফাজিল-কামিল পরীক্ষা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বৈঠক শেষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব সৈয়দ ফাহিম মোনায়েম সাংবাদিকদের ব্রিফিং দেন। তিনি জানান, উপদেষ্টা পরিষদের গতকালের বৈঠকে প্রধানত এজেন্ডা ছিল তিনটি। সেগুলো যথাক্রমে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় সংশোধনী অধ্যাদেশ-২০০৭, পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প অধ্যাদেশ এবং আরব আমীরাতের সংগে জনশক্তি রফতানী সংক্রান্ত বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর। উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ-২০০৭-এর প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। অনুমোদিত প্রস্তাবে বলা হয়েছে- ফাজিল ও কামিল শ্রেণীতে ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত সকল ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে তিন বছর মেয়াদী কোর্সে ভর্তিকৃত ফাজিল ও কামিল শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষায় অংশ নেবেন। অর্থাৎ ২০০৭ সাল পর্যন্ত ফাজিল-কামিল শ্রেণীর সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে এবং ২০০৮ সাল থেকে এই শ্রেণীর সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে।

এছাড়া বৈঠকে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (সংশোধনী) অধ্যাদেশ অনুমোদন করা হয়। এ অধ্যাদেশের অধীনে ভূমি অধিগ্রহণ আইন-১৯৮২ অধ্যাদেশ-এর ধারা (৫)-এর বিশেষ বিধান কার্যকরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর ফলে যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার যে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল সেটা থেকে রক্ষা পাবে। এছাড়াও সংযুক্ত আরব-আমীরাতের সংগে জনশক্তি রফতানী সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আগামী ২০ থেকে ২২ মে পর্যন্ত আরব-আমীরাতের শ্রমমন্ত্রীর নেতৃত্বে সে দেশের উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশ সফরকালে এটি স্বাক্ষরিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) হান্নান শাহ'র- 'বেগম খালেদা জিয়াকে সউদী আরবের পরিবর্তে অন্য কোন দেশে চলে যাওয়ার জন্য সরকার চাপ দিচ্ছে'- মন্তব্য সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে ফাহিম মোনায়েম বলেন, সরকার কাউকে কোন চাপ দিচ্ছে বলে আমার জানা নেই। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রাজনীতির ওপর থেকে সময় হলেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে সরকার। তাছাড়া অবস্থার ওপর নির্ভর করবে দেশে বিদ্যমান জরুরী অবস্থার স্থায়িত্ব। প্রেস সেক্রেটারি আরো জানান, সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরীর জন্য যা যা করা দরকার সরকার তার সবকিছুই করবে। জানা যায়, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত বর্তমান সরকার। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম দিন দিন কেন অধিক হারে বাড়ছে তার কারণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। কিছু কিছু কারণ ইতোমধ্যেই শনাক্ত করা হয়েছে। তবে তা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে আরো বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সংশোধনী অধ্যাদেশ-২০০৭ নীতিগতভাবে অনুমোদনের ফলে ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা গ্রহণের জটিলতা দূর হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়।